সংবাদ

তারিখ 26 SEP 2013
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

তালার ৩৬ স্কুলে প্রহরী নিয়োগ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ

প্রতিনিধি, তালা (সাতক্ষীরা)

ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে বন্ধ হয়ে যাওয়া তালার ৩৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দফতরি কাম নৈশপ্রহরী নিয়োগ কার্যক্রম আবারও শুরু হয়েছে। গত মঙ্গলবার থেকে স্থানীয় সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে উপজেলা শিক্ষা প্রশাসন এই বিতর্কিত নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করেছেন। অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগসহ নিয়োগকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে গ্রুপিং দেখা দিলে, স্থানীয় সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার শেখ মুজিবুর রহমান গত ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে থাকা তালার ৩৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দফতরি কাম নৈশপ্রহরী নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেন।

অভিযোগ উঠেছে, উক্ত নিয়োগ বন্ধ হবার পর নিয়োগ প্রার্থীদের নিকট থেকে লাখ লাখ টাকা ঘুষ নেয়া সরকার দলীয় প্রভাবশালী নেতারা এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও এসএমসি সভাপতি এমপি ইঞ্জিনিয়ার শেখ মুজিবুর রহমানের উপর চাপ প্রয়োগ করে নিয়োগ পরীক্ষা পুনরায় শুরুর নির্দেশ আদায় করে নিয়েছেন। এতে করে উক্ত নিয়োগ পরীক্ষা স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন হবে না এমন আশঙ্কায় নিয়োগ প্রার্থীরাসহ এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন।

সূত্র প্রকাশ, তালা উপজেলা ১২টি ইউনিয়নের মধ্যে ৩৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দফতরি কাম নৈশপ্রহরী নিয়োগ দেওয়ার প্রক্রিয়া গত ১৬ সেপ্টেম্বর শুরু করে ১৭ ও ১৮ সেপ্টেম্বর শেষ করার জন্য তারিখ নির্ধারিত হয়। কিন্তু, নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পূর্বেই উক্ত নিয়োগ নিয়ে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগে বলা হয়, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ও সরকার দলীয় প্রভাবশালী কয়েক নেতা নিয়োগ প্রার্থীর কাছ থেকে জনপ্রতি ৩ থেকে ৪ লাখ টাকা ঘুষ নিয়ে দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে নিয়োগ বানিজ্য শুরু করেছে। সেভাবে তারা ইতোমধ্যে তালার মাগুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশ্বজিৎ মন্ডল, হাজরাকাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যাকির মোড়ল, দক্ষিণনগরী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অপূর্ব মন্ডল, কাশীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমির শেখ এবং রাজাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হরিহর সরকারকে নিয়োগ প্রদান নিশ্চিত করেছে। এছাড়া অন্য বিদ্যালয়েও একইভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এদের মধ্যে কোনও কোনও বিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহী নেতা ও অন্য প্রার্থীদের সঙ্গে সমঝোতা করে নিয়েছে এবং কোনও কোনও বিদ্যালয়ে প্রার্থী ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা না হওয়ায় বিদ্রোহীপক্ষ উর্ধ্বতন প্রশাসনে অভিযোগ দায়ের করেছে। এসব বিষয় নিয়ে এলাকার আওয়ামী লীগ নেতারা, নিয়োগ প্রার্থী, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও এসএমসি সভাপতিদের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণসহ নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ করতে স্থানীয় সংসদ সদস্য গত ১৫ সেপ্টেম্বর রাতে তালা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাহাবুবুর রহমানকে সাময়িকভাবে নিয়োগ বন্ধ করতে নির্দেশ প্রদান করেন। সেভাবে ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া নিয়োগ কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেলে হতাশ হয়ে পড়ে, নিয়োগ বানিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা। একপর্যায়ে তারা সিন্ডিকেট তৈরি করে প্রশাসনকে মোটা অংকের টাকা ঘুষ দিয়ে ম্যানেজ করে ফেলে। এর সঙ্গে এমপি মহোদয়কে চাপ দিয়ে উক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ আদায় করে নেন। সে মোতাবেক গত ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে তালার ৩৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দফতরি কাম নৈশপ্রহরী নিয়োগ কার্যক্রম শুরু হচ্ছে, যা ২৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর এ শেষ হবে। এ ব্যাপারে তালা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মাহাবুবুর রহমান জানান, গত ১৫ সেপ্টেম্বর রাতে ফোনের মাধ্যমে এমপি মহোদয় উক্ত নিয়োগ অনিবার্য কারণে সাময়িকভাবে বন্ধ করার নির্দেশ দেন এবং গত ১৯ সেপ্টেম্বর রাতে ফোন করে তিনি আবারও উক্ত নিয়োগ প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু করার নির্দেশ দেন, যা পর্যায়ক্রমে ২৪, ২৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর সম্পন্ন হবে। এছাড়া তিনি বলেন, নিয়োগে অনিয়মের বিষয়ে ৩টি অভিযোগ পেয়েছি। সেগুলো তদন্তসহ স্বচ্ছভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শেখ মনিরুল ইসলাম বলেন, ৩টি বিদ্যালয়ে নিয়োগের বিষয়ে অভিযোগ পাওয়ার পর তা তদন্ত করতে কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া স্বচ্ছভাবে নিয়োগ সম্পন্ন করতে চেষ্টা করা হচ্ছে।